এজেন্ট ব্যাংকিং কি?

এজেন্ট ব্যাংকিং হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত একটি নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেন **"বায়োমেট্রিক মেশিন"** ব্যবহার করে গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

এজেন্ট ব্যাংকিং কতটুকু নিরাপদ?

DBBL এজেন্ট ব্যাংকিং ১০০% নিরাপদ, কারণ এতে গ্রাহকের স্বাক্ষরের পাশাপাশি আঙ্গুলের ছাপ থাকবে। বায়োমেট্রিক মেশিন কর্তৃক গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপের সঠিকতা নির্ধারণের পরেই কেবল একাউন্ট-এ লেনদেন করা যাবে।

বায়োমেট্রিক একাউন্ট কি?

DBBL অনুমোদিত এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট থেকে গ্রাহক তাঁর আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে যে একাউন্ট খোলেন তাকে বায়োমেট্রিক একাউন্ট বলা হয়।

DBBL- বায়োমেট্রিক একাউন্ট-এর সুবিধা সমূহ কী কী?

❖ "বায়োমেট্রিক মেশিন" ব্যবহার করে গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণের মাধ্যমে ১০০% নিরাপদ লেনদেন ব্যবস্থা।

❖ প্রকৃত অনলাইন ব্যাংকিং সেবা যা দেশব্যাপী যে কোন সময় যে কোন স্থানে পাওয়া যাবে।

❖ জমাকৃত টাকার উপর মুনাফা লাভের সুবিধা ।

❖ টাকা সঞ্চয়ের একটি অনন্য ব্যবস্থা।

❖ বাৎসরিক চার্জ প্রযোজ্য নহে।

❖ প্রথম বছরে ATM চার্জ ফ্রি।

❖ ডেবিট কার্ড, যার মাধ্যমে গ্রাহক DBBL ফাস্ট ট্র্যাক ও DBBL ATM থেকে টাকা উত্তোলন এবং মার্চেন্ট দোকান থেকে কেনাকাটা করতে পারবেন।

❖ DBBL অনুমোদিত যে কোন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এবং যেকোন শাখায় লেনদেনের সুবিধা।

❖ DBBL ফাস্ট ট্র্যাকে টাকা জমাদানের সুবিধা।

❖ মার্চেন্ট পেমেন্ট।

DBBL এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কী কী সেবা পাওয়া যাবে?

❖ সঞ্চয়ী হিসাব খোলা	❖ চলতি হিসাব খোলা
❖ নগদ টাকা জমাদান/উত্তোলন	❖ফিক্সড ডিপোজিট(FDR)
❖ ডিপোজিট প্লাস স্কীম (DPS)	❖ বেতন/ভাতা প্রদান
❖ অন্য একাউন্ট-এ টাকা স্থানান্তর	❖একাউন্ট ব্যালেন্স জানা
❖ বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ গ্রহন	❖বিল প্রদান।

কোথায় এজেন্ট ব্যাংকিং এর আওতায় বায়োমেট্রিক একাউন্ট খুলবেন?

DBBL মনোনীত যেকোন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ বায়োমেট্রিক একাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

বায়োমেট্রিক একাউন্ট রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো কী কী?

❖ পূরণকৃত KYC বা একাউন্ট খোলার ফরম (যা মনোনীত এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে এ পাওয়া যাবে) ।

❖ গ্রাহক ও নমিনির ছবি।

❖ গ্রাহক ও নমিনিরি জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অন্য যে কোন ছবি সম্বলিত গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র।

কিভাবে বায়োমেট্রিক একাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করবেন?

❖ গ্রাহক DBBL মনোনীত যে কোন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে এ এসে KYC (একাউন্ট খোলার ফরম) পূরণ করে জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অন্য যে কোন ছবি সম্বলিত গ্রহনযোগ্য পরিচয়পত্রের অনুলিপি ও তাঁর নিজের এবং নমিনির ছবিসহ এজেন্টের কাছে জমা দিবেন।

❖ এজেন্ট যাবতীয় কাগজপত্র যাচাই পূর্বক বায়োমেট্রিক মেশিনে লগ ইন করে গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অন্য যে কোন ছবি সম্বলিত গ্রহনযোগ্য পরিচয়পত্রের নম্বর প্রদান করবেন এবং গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ বায়োমেট্রিক মেশিনে গ্রহণ করবেন।

❖ পরবর্তীতে ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের কাগজপত্রের সত্যতা যাচাই পূর্বক একাউন্টটি অনুমোদন করবেন। অনুমোদনের সাথে সাথে গ্রাহক একটি SMS পাবেন (যদি মোবাইল নম্বর দেয়া থাকে)।

একাউন্ট খুলতে কত টাকা প্রয়োজন?

মাত্র ১০/-(দশ) টাকা জমা দিয়ে একজন গ্রাহক DBBL এজেন্ট ব্যাংকিং এর আওতায় বায়োমেট্রিক একাউন্ট খুলতে পারবেন।

একাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কি টাকা জমা ও উত্তোলন করা যাবে?

একাউন্ট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা জমা দেয়া যাবে। তবে একাউন্টটি অনুমোদন হওয়ার পর টাকা তোলা যাবে। ব্যাংক কর্মকর্তা রেজিস্ট্রেশন ফরমে (KYC) প্রদত্ত তথ্যাবলী যাচাই করে একাউন্টটি অনুমোদন করবেন। সাধারনত একাউন্ট অনুমোদনের জন্য ১-২ কর্মদিবস প্রয়োজন হয়।

ATM কার্ড কোথায়, কিভাবে পাওয়া যায়?

গ্রাহকের একাউন্ট অনুমোদনের পর গ্রাহক সংশ্লিষ্ট জেলা শহরে অবস্থিত DBBL এর **মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং অফিস** অথবা **ফাস্ট ট্র্যাক** থেকে একটি ATM কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। ATM কার্ডের জন্য প্রথম বৎসর কোন চার্জ প্রযোজ্য হবে না। তবে দ্বিতীয় বৎসর থেকে বাৎসরিক ৩৪৫/-(ভ্যাট সহ) চার্জ প্রযোজ্য হবে। DBBL এর কোন ATM বা ফাস্ট ট্র্যাক এ লেনদেনের জন্য কোন ফি দিতে হবে না।

ATM কার্ড হারিয়ে গেলে করনীয়ঃ

❖ গ্রাহক নিজে সংশ্লিষ্ট জেলা শহরে অবস্থিত DBBL মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং অফিসে যোগাযোগ করে পুনরায় ATM কার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন।

কিভাবে টাকা জমা দিবেন?

❖ গ্রাহক টাকা জমাদানের জন্য এজেন্ট/ব্যাংক অফিসার কে তাঁর বায়োমেট্রিক একাউন্ট নম্বর বলবেন এবং টাকা জমা দিবেন।

❖ এজেন্ট/ব্যাংক অফিসার বায়োমেট্রিক মেশিনে গ্রাহকের একাউন্ট নম্বর ও জমাকৃত টাকার পরিমাণ প্রবেশ করাবেন।

❖ এজেন্ট/ ব্যাংক অফিসার গ্রাহককে টাকা জমাদানের রশিদ দিবেন।

❖ গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে টাকা জমাদানের তথ্য তাঁর মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবেন (যদি মোবাইল নম্বর দেয়া থাকে)।

DBBL **ফাস্ট ট্র্যাকে টাকা জমা দেয়ার নিয়মঃ**

❖ গ্রাহক ফাস্ট ট্র্যাক অফিসারের নিকট বায়োমেট্রিক একাউন্ট নম্বর এবং টাকা জমা দিবেন।

❖ ফাস্ট ট্র্যাক অফিসার গ্রাহকের টাকা বুঝে নিয়ে গ্রাহকের সামনে একটি খামে টাকা ভরে খামটির মুখ বন্ধ করে খামটিতে স্বাক্ষর দিবেন এবং খামটিতে গ্রাহকের স্বাক্ষর নিবেন।

❖ ফাস্ট ট্র্যাক অফিসার খামটি কিয়স্ক মেশিনে প্রবেশ করাবেন এবং গ্রাহককে মেশিন প্রদত্ত জমা রশিদ দিবেন।

❖ পরবর্তীতে গ্রাহকের একাউন্টে টাকা জমা হওয়ার সাথে সাথে গ্রাহক তাঁর মোবাইলে কনফারমেশন মেসেজ পাবেন ।

কিভাবে এজেন্ট আউটলেট হতে টাকা উত্তোলন করবেন?

❖ গ্রাহক টাকা উত্তোলনের জন্য এজেন্টকে তার বায়োমেট্রিক একাউন্ট নম্বর ও টাকার পরিমাণ বলবেন।

❖ এজেন্ট বায়োমেট্রিক মেশিনে গ্রাহকের একাউন্ট নম্বর ও উত্তোলনকৃত টাকার পরিমাণ প্রবেশ করাবেন এবং গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার মাধ্যমে গ্রাহককে সনাক্ত করবেন। আঙ্গুলের ছাপ প্রদানের পূর্বে গ্রাহক অবশ্যই বায়োমেট্রিক মেশিনের স্ক্রীনে টাকার পরিমাণ ও একাউন্ট নম্বর যাচাই করে নেবেন।

❖ এজেন্ট গ্রাহককে টাকা প্রদান করবেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের একাউন্ট থেকে সমপরিমাণ টাকা কমে যাবে।

❖ গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে টাকা উত্তোলনের তথ্য তাঁর মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবেন (যদি মোবাইল নম্বর দেয়া থাকে)।

কিভাবে ব্যাংক শাখা থেকে টাকা উত্তোলন করবেন?

❖ গ্রাহক টাকা উত্তোলনের জন্য শাখা কর্মকর্তার নিকট বায়োমেট্রিক একাউন্ট নম্বর এবং টাকার পরিমাণ বলবেন।

❖ ব্যাংক অফিসার বায়োমেট্রিক মেশিনে গ্রাহকের একাউন্ট নম্বর ও উত্তোলনকৃত টাকার পরিমাণ প্রবেশ করাবেন এবং গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার মাধ্যমে গ্রাহককে সনাক্ত করবেন।

❖ ব্যাংক অফিসার গ্রাহককে টাকা প্রদান করবেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের একাউন্ট থেকে সমপরিমাণ টাকা কমে যাবে।

❖ গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে টাকা উত্তোলনের তথ্য তাঁর মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবেন (যদি মোবাইল নম্বর দেয়া থাকে)।

কিভাবে ATM থেকে টাকা উত্তোলন করবেন?

❖ ATM কার্ডটি মেশিনে প্রবেশ করাবেন।

❖ গ্রাহক ATM বাটনে তাঁর চার ডিজিটের PIN বা সিক্রেট নম্বর চাপবেন।

❖ পরবর্তী স্ক্রীন আসলে টাকা উত্তোলনের জন্য উত্তোলন বাটনটি চাপবেন।

❖ টাকা উত্তোলনের পরিমাণ লিখবেন।

❖ OK করবেন।

❖ ATM মেশিন থেকে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা গুনে বুঝে নিবেন।

ATM এ পিন পরিবর্তন কিভাবে করবেন?

❖ ATM কার্ডটি মেশিনে প্রবেশ করাবেন।

❖ গ্রাহক তার ATM কার্ডের ৪ (চার) ডিজিটের PIN বা সিক্রেট নম্বরটি চাপবেন।

❖ পরবর্তী স্ক্রীন আসলে পিন পরিবর্তনের জন্য পিন পরিবর্তন বাটনটি চাপবেন।

❖ ৪ (চার) ডিজিটের নতুন পিন নম্বর চাপবেন।

❖ ৪ (চার) ডিজিটের নতুন পিনটি পুনরায় বাটনে চাপবেন।

কিভাবে ATM এ ব্যালেন্স অনুসন্ধান করবেন ঃ

❖ ATM কার্ডটি মেশিনে প্রবেশ করাবেন।

❖ গ্রাহক তাঁর ATM কার্ডের ৪(চার) ডিজিটের PIN বা সিক্রেট নম্বরটি চাপবেন।

❖ পরবর্তী স্ক্রীন আসলে ব্যালেন্স অনুসন্ধানের জন্য ব্যালেন্স অনুসন্ধান বাটনটি চাপবেন।

❖ স্ক্রীনে আপনার ব্যালেন্স প্রদর্শিত হবে।

ATM কার্ডের পিন ভুলে গেলে করণীয়ঃ

❖ গ্রাহক নিজে সংশ্লিষ্ট জেলা শহরে অবস্থিত DBBL মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং অফিসে যোগাযোগ করে নতুন পিন নম্বর সংগ্রহ করতে পারবেন।

বায়োমেট্রিক একাউন্টের মাধ্যমে কিভাবে অপর ব্যক্তির একাউন্টে টাকা স্থানান্তর (P2P) করবেন?

বায়োমেট্রিক একাউন্টের গ্রাহক এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে এ গিয়ে টাকার পরিমাণ এবং গ্রহীতার একাউন্ট নম্বর বলবেন। এজেন্ট বায়োমেট্রিক মেশিনে লগ ইন করে ফান্ড ট্রান্সফার মেন্যুতে যাবেন এবং গ্রাহকের একাউন্ট নম্বর ও টাকার পরিমাণ প্রদান করবেন। গ্রাহক, গ্রহীতার একাউন্ট নম্বর ও টাকার পরিমাণ ঠিক আছে কিনা যাচাই করে আঙ্গুলের ছাপ প্রদান করবেন। আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণের পর সিস্টেম গ্রাহকের একাউন্ট থেকে টাকা কেটে সমপরিমাণ টাকা গ্রহীতার একাউন্টে জমা করবে। এজেন্ট গ্রাহককে টাকা পাঠানোর রশিদ দিবেন। তাছাড়া গ্রাহক এবং গ্রহীতা দু'জনই এই লেনদেনের নিশ্চিতকরণ SMS পাবেন (যদি মোবাইল নম্বর দেয়া থাকে)।

বিদেশ থেকে কিভাবে রেমিটেন্স পাঠাবেন?

বিদেশে অবস্থিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এবং অন্যান্য বাংলাদেশী ব্যাংকের মনোনীত যে কোন Exchange House থেকে গ্রাহক বায়োমেট্রিক একাউন্টে সরাসরি রেমিটেন্স পাঠাতে পারেন। গ্রাহকের পাঠানো টাকা ২৪-৭২ ঘন্টা (ডাচ্-বাংলা ব্যাংক মনোনীত Exchange House এর ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা) এর মধ্যে বেনিফিসিয়ারী / রেমিটেন্স গ্রহীতার বায়োমেট্রিক একাউন্টে জমা হয়ে যাবে। এই সহজ সুবিধা পেতে Exchange House এ গিয়ে নিচের তথ্যগুলো দিনঃ

❖ টাকার পরিমাণ,

❖ যার কাছে টাকা পাঠাবেন তার নাম, ব্যাংকের নাম (Dutch-Bangla Bank) ও

❖ বায়োমেট্রিক একাউন্ট নম্বর।

রেমিটেন্স গ্রহীতা কিভাবে তার একাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করবেন?

❖ টাকা একাউন্টে জমা হওয়ার সাথে সাথে রেমিটেন্স গ্রহীতা তাঁর মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে জানতে পারবেন (যদি মোবাইল নম্বর দেয়া থাকে)। অতঃপর গ্রহীতা DBBL কর্তৃক নিয়ুক্ত যে কোন এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট থেকে বিদেশ হতে প্রেরিত টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তাছাড়া DBBL এর যে কোন শাখা, ফাস্ট ট্র্যাক ও ATM থেকেও টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

কিভাবে আপনার একাউন্টের ব্যালেন্স/স্টেটমেন্ট জানবেন?

❖ একাউন্ট ব্যালেন্স/স্টেটমেন্ট জানতে গ্রাহককে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে/ ডাচ-বাংলা ব্যাংক শাখা/ ATM এ যেতে হবে। এজেন্ট/ব্যাংক অফিসার বায়োমেট্রিক মেশিনে গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ নেয়ার মাধ্যমে গ্রাহককে সনাক্ত করবেন এবং ব্যালেন্স/ স্টেটমেন্ট গ্রাহককে জানাবেন। ATM থেকে ব্যালেন্স/ স্টেটমেন্ট অনুসন্ধান পদ্ধতি পূর্বে উল্লেখ করা আছে।

গ্রাহক কি বায়োমেট্রিক একাউন্টে জমাকৃত টাকার উপর মুনাফা পাবেন?

❖ হ্যাঁ। গ্রাহক তাঁর বায়োমেট্রিক সঞ্চয়ী একাউন্টে জমাকৃত টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ষান্মাষিক ভিত্তিতে মুনাফা পাবেন।

বায়োমেট্রিক কারেন্ট একাউন্ট ঃ

❖ গ্রাহক বায়োমেট্রিক সঞ্চয়ী একাউন্টের ন্যায় তাঁর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বায়োমেট্রিক কারেন্ট একাউন্টও খুলতে পারবেন। শুধুমাত্র একক ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এই বায়োমেট্রিক কারেন্ট একাউন্টটি খুলতে পারবেন। কারেন্ট একাউন্টের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট হলো জাতীয় পরিচয়পত্র বা ছবি যুক্ত আইডি কার্ডের ফটোকপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি, নমিনীর আইডি কার্ডের ফটোকপি ও ছবি ১ কপি।

বায়োমেট্রিক ডিপোজিট প্লাস স্কীম (DPS) কী?

❖ বায়োমেট্রিক ডিপোজিট প্লাস স্কীম (DPS) হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য টাকা জমানোর একটি অনন্য ব্যবস্থা। গ্রাহক টাকা ১০০/- থেকে শুরু করে টাকা ১০০/- এর গুণিতক যে কোন অংকের উপর ৩, ৫, ৮ ও ১০ বছর মেয়াদী বায়োমেট্রিক ডিপোজিট প্লাস স্কীম (DPS) খুলতে পারবেন। এখানে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে গ্রাহকের বায়োমেট্রিক একাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে বায়োমেট্রিক ডিপোজিট প্লাস স্কীম (DPS) এ জমা হয়ে যাবে। তাছাড়া মেয়াদ শেষে রয়েছে আকর্ষনীয় মুনাফা। একটি বায়োমেট্রিক একাউন্টের বিপরীতে একাধিক DPS একাউন্ট খোলা যাবে।

বায়োমেট্রিক ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (FDR) কী?

এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ১০,০০০/- টাকা বা তার বেশী পরিমাণ টাকার জন্য ৩ মাস, ৬ মাস বা ১২ মাস মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট বা FDR করা যায়। বায়োমেট্রিক FDR করার জন্য গ্রাহক তাঁর বায়োমেট্রিক সঞ্চয়ী হিসাবে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে একটি ফরম পূরণ করবেন। বায়োমেট্রিক সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা নিয়ে তার FDR টি খোলা হবে এবং একটি রশিদ দেয়া হবে। মেয়াদান্তে মুনাফাসহ সমুদয় টাকা গ্রাহকের বায়োমেট্রিক সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদান করা হবে। একই বায়োমেট্রিক একাউন্টের বিপরীতে একাধিক FDR করা যায়।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলা গ্রাহকগণ কিভাবে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট থেকে সার্ভিস পেতে পারেন?

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের যেকোন শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলা গ্রাহকগণ যেকোন এজেন্ট আউটলেটে এ টাকা জমা করতে পারবেন। তবে টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংকের যেকোন শাখায় উপস্থিত হয়ে তাঁর আঙ্গুলের ছাপ রেজিস্ট্রেশন করার মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। আঙ্গুলের ছাপ রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেনঃ

❖ গ্রাহক ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের যে কোন শাখায় রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আসবেন।

❖ নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে একাউন্টে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রদান করবেন।

❖ গ্রাহকের স্বাক্ষর ও ছবি যাচাই করে ব্যাংক কর্মকর্তা বায়োমেট্রিক মেশিনে গ্রাহকের আঙ্গুলের ছাপ নিবেন এবং একাউন্টি বায়োমেট্রিক মেশিনে লেনদেন করার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন।

❖ এরপর গ্রাহক বাংলাদেশের যেকোন স্থানে অবস্থিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট এ টাকা জমা ও উত্তোলন করতে পারবেন।

❖ এ ধরনের একাউন্টে দৈনিক সর্বোচ্চ ২ বার টাকা ৪,০০,০০০ জমা এবং টাকা ৩,০০,০০০/- উত্তোলন করা যাবে।

Territory (এলাকা) কী?

DBBL এজেন্ট ব্যাংকিং এ সাধারণত প্রতিটি উপজেলাকে একটি Territory বা এলাকা বলা হয়। গ্রাহক যে উপজেলা থেকে একাউন্ট খুলবেন সেই Territory বা এলাকায় লেনদেন এর ক্ষেত্রে কোন ফি লাগবে না। তবে অন্য এলাকায় লেনদেন এর ক্ষেত্রে ফি প্রযোজ্য। বিস্তারিত জানতে নিচের টেবিল দেওয়া হলোঃ

বায়োমেট্রিক একাউন্টে ফি ও সার্ভিস চার্জ (বর্তমানে প্রযোজ্য)ঃ

বিবরণ	নিজস্ব এলাকায়	অন্য এলাকায়
রেজিস্ট্রেশন	ফ্রি	ফ্রি
এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে এ টাকা জমাদান	ফ্রি	জমাকৃত টাকার ০.২৫%
এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে এ টাকা উত্তোলন	ফ্রি	উত্তোলনকৃত টাকার ০.৫০%
DBBL শাখা/ ফাস্ট ট্র্যাকে টাকা জমা/উত্তোলন	ফ্রি	ফ্রি
DBBL ATM হতে উত্তোলন	ফ্রি	ফ্রি
P2P টাকা স্থানান্তর	ফ্রি	স্থানান্তরিত টাকার ০.২৫%
ব্যালেন্স অনুসন্ধান	ফ্রি	ফ্রি
রেমিটেন্স প্রদান (বায়োমেট্রিক একাউন্ট)	ফ্রি	ফ্রি
বেতন-ভাতা বিতরণ	ফ্রি	ফ্রি

বায়োমেট্রিক একাউন্টের লেনদেনের সীমাঃ

প্রোডাক্ট	সার্ভিস	সার্ভিস চ্যানেল	প্রতি লেনদেন এর সর্বোচ্চ সীমা টাকা	প্রতি লেনদেন এর সর্বনিম্ন সীমা টাকা	দৈনিক লেনদেন		মাসিক লেনদেন	
					সংখ্যা	পরিমাণ টাকা	সংখ্যা	পরিমাণ টাকা
সঞ্চয়ী হিসাব	নগদ জমা	এজেন্ট আউটলেট	৪,০০,০০০	১০	২	৪,০০,০০০	৩০	২০,০০,০০০
		ব্রাঞ্চ	৫,০০,০০০	১০	১০	৫,০০,০০০	৩০	২০,০০,০০০
	নগদ উত্তোলন	এজেন্ট আউটলেট	৩,০০,০০০	১০	২	৩,০০,০০০	৩০	১৫,০০,০০০
		ব্রাঞ্চ	৫,০০,০০০	১০	২	৫,০০,০০০	৩০	২০,০০,০০০
		এটিএম	২০,০০০	৫০০	৫	৫০,০০০	-	-
	ফান্ড ট্রান্সফার	এজেন্ট আউটলেট	৫,০০,০০০	১০	২	৫,০০,০০০	৩০	২০,০০,০০০
চলতি হিসাব	নগদ জমা	এজেন্ট আউটলেট	৬,০০,০০০	১০	৪	৬,০০,০০০	৫০	৫০,০০,০০০
		ব্রাঞ্চ	৬,০০,০০০	১০	১০	৬,০০,০০০	৫০	৫০,০০,০০০
	নগদ উত্তোলন	এজেন্ট আউটলেট	৫,০০,০০০	১০	২	৫,০০,০০০	৪০	৪০,০০,০০০
		ব্রাঞ্চ	৫,০০,০০০	১০	২	৫,০০,০০০	৪০	৪০,০০,০০০
		এটিএম	২০,০০০	৫০০	৫	৫০,০০০	-	-
	ফান্ড ট্রান্সফার	এজেন্ট আউটলেট	৫,০০,০০০	১০	৪	১৫,০০,০০০	৩০	৫০,০০,০০০

বিস্তারিত-১৬২১৬